بسم الله الرحمن الرحيم

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৪১-১০/০১ | বৃহস্পতিবার, ২০ শাওয়াল, ১৪৪১ হিজরী | ১১/০৬/২০২০ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হাসিনা সরকার কোভিড-১৯ সংক্রমণ থেকে সাধারণ জনগণকে না বরং পুঁজিপতি অভিজাত শ্রেণীকে রক্ষা করতে সাধারণ জনগণের উপর একের পর এক লকডাউন আরোপ করে জনসাধারণের জীবন-জীবিকা ও দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করছে, এবং জনক্ষোভকে গৃহবন্দি রাখতে লকডাউনকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে

হাসিনা সরকার কোভিড-১৯ সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার নিয়ন্ত্রণের অজুহাতে দেশের বিভিন্ন জেলাকে লাল, হলুদ এবং সবুজ জোনে ভাগ করে এলাকাভিত্তিক নতুনভাবে কঠোর লকডাউন আরোপ করছে, যখন লকডাউন কোভিড-১৯ সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ কিনা তা নিয়ে বিশ্বব্যাপী বিতর্ক হচ্ছে (www.theguardian.com/world/2020/jun/07/)। সম্প্রতি কিছু ভিআইপি করোনা আক্রান্ত হওয়ার প্রেক্ষাপটে সরকার এজাতীয় সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যদিও ইতিপূর্বে দেশব্যাপী আরোপিত লকডাউন বা সাধারণ ছুটি দেশের অর্থনীতি ও জনজীবনকে স্থবির করেছে এবং সাধারণ মানুষের জীবিকাকে ধ্বংস করেছে। প্রকৃতপক্ষে সরকার করোনাভাইরাসের ভয়ে আতঙ্কিত পুঁজিপতি অভিজাত শ্রেণীকে ভাইরাসের সংক্রমণ ও মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে জনগণের জীবিকার তোয়াক্কা না করে সম্পূর্ণ লকডাউন অথবা আংশিক লকডাউনের মত পদক্ষেপ নিচ্ছে। এছাড়া হাসিনা সরকার লকডাউনকে জনক্ষোভকে নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে যাতে জনগণ স্বাস্থ্যখাতে সরকারের ব্যাপক অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতি, এবং জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণে সরকারের চরম ব্যর্থতার বিরুদ্ধে রাস্তায় নামতে না পারে, যেমনটি ঘটল গার্মেন্টস শ্রমিকদের বেতনের দাবীতে আন্দোলনের ক্ষেত্রে যা লকডাউনের কারণে চাপা পড়ে গেল।

হাসিনা সরকার ইসলামী নীতি অনুযায়ী ভ্রমন নিষেধাজ্ঞা জারি করে উৎস স্থলে কোভিড-১৯ ভাইরাসকে আটকে দিয়ে দেশের জনগণকে রক্ষা করেনি, বরং সে ধর্মনিরপেক্ষ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহের অন্ধ অনুসরণ করেছে এবং তাদের রাজনৈতিক ও পুঁজিপতিশ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থকে জনগণের জীবনের উপর প্রাধান্য দিয়েছে। কিন্তু যখন দেখা গেলো, এই কোভিড-১৯ পুঁজিপতি অভিজাত শ্রেণীকে আক্রান্ত করছে, তখন সরকার দ্রুত সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে সুকৌশলে জনগণকে গ্রামে পাঠিয়ে দিল এবং ঢাকা শহরকে ফাঁকা করে ফেলল। এরই মধ্যে রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক অভিজাত শ্রেণীর জন্য ভিআইপি হাসপাতাল নির্মাণসহ উন্নত হাসপাতালসমূহ দখলে নিল। সরকারের দায়িত্ব ছিল জনমনে আতঙ্ক দূর করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা, বরং সরকার একদিকে কোভিড-১৯ আতঙ্ক বৃদ্ধি করেছে এবং অন্যদিকে ডাক্তারদের জন্য পর্যাপ্ত সুরক্ষা সামগ্রীর ব্যবস্থা করেনি যার ফলে দেশের অবহেলিত স্বাস্থ্যব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ল। ফলে কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীতো দুরের কথা অন্যান্য রোগীরাও চিকিৎসার অভাবে স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও মৃত্যুমুখে পতিত হল। এই ধর্মনিরপেক্ষ শাসকগোষ্ঠীর নিকট জনগণের জীবন এতটাই মূল্যহীন যে, সরকার অর্থনীতি পূনরুদ্ধারের নামে পুঁজিপতিদের স্বার্থে এক লক্ষ কোটি টাকা প্রণোদনা প্যাকেজ প্রদান করেছে, অথচ জনগণের স্বার্থে বর্তমান অবহেলিত স্বাস্থ্যখাতকে উন্নয়নতো দূরের কথা সংস্কারের চেষ্টাও করেনি, বরং দুর্নীতির মাধ্যমে উক্ত অর্থ আত্মসাৎ করেছে। এভাবে হাসিনা সরকার একদিকে জনগণের সাথে প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তাদের উপর যুলুম চাপিয়ে দিয়েছে, অন্যদিকে জনস্বাস্থকে চরম অবহেলা করেছে কিন্তু পুঁজিপতি ও রাজনৈতিক অভিজাত শ্রেণীর জীবন রক্ষা করতে জনগণের উপর অমানবিক লকডাউন চাপিয়ে দিয়ে তাদের জীবন-জীবিকাকে সঙ্কটাপন্ন করছে।

আমরা হাসিনা সরকারকে স্মরণ করাতে চাই, পুঁজিপতি ও রাজনৈতিক অভিজাত শ্রেণীর স্বার্থে জনগণের সাথে প্রতারণাপূর্ণ এসব কৌশল অবলম্বন করে তারা কারও মৃত্যুকে এক মুহূর্তের জন্য বিলম্বিত কিংবা তরান্বিত করতে পারবেন না, কারণ হায়াত-মউত আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত, **"যদি আল্লাহ্ লোকদেরকে তাদের অন্যায় কাজের কারণে পাকড়াও করতেন, তবে ভুপৃষ্ঠে চলমান কোন কিছুকেই ছাড়তেন না। কিন্তু তিনি প্রতিশ্রুতি সময় পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন। অতঃপর নির্ধারিত সময়ে যখন তাদের মৃত্যু এসে যাবে, তখন এক মুহুর্তও বিলম্বিত কিংবা তরান্বিত করতে পারবে না"** [সূরা নাহল: ৬১], বরং তাদের অপকর্ম তাদেরকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র ক্রোধ ব্যতিত আর কিছুই এনে দিবে না।

আমরা সংবাদ মাধ্যমের কর্তাব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, আপনারা এমন কোভিড আতঙ্ক তৈরি করবেন না যা সরকারের অপকৌশলকে ন্যায্যতা দেয়, বরং আপনারা আপনাদের দায়িত্বের অংশ হিসেবে স্বাস্থ্যখাতের চরম অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতি এবং জনগণের জীবন-জীবিকার অবর্ণনীয় দুর্দশার চিত্রকে তুলে ধরুন, মজলুম জনগণের পক্ষে অবস্থান নিন এবং এভাবেই আপনারা আপনাদের পেশাগত সততা বজায় রাখুন।

পরিশেষে, আমরা জনগণকে আবারও স্মরণ করাতে চাই, এই ধর্মনিরপেক্ষ শাসকগোষ্ঠীর নিকট জনগণের জীবন-জীবিকার চেয়ে পুঁজিপতি ক্ষুদ্রগোষ্ঠীর স্বার্থই বড় এবং পবিত্র। তাদের প্রতি এবং তাদের পদক্ষেপের প্রতি কোন আস্থাই আর অবশিষ্ট নাই। সুতরাং, এই ধর্মনিরপেক্ষ শাসকগোষ্ঠী ও তাদের অনুসৃত পুঁজিবাদী আদর্শকে অপসারণ করে খিলাফতে রাশিদাহ্ পুণঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হউন, যা কোন বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থে নয় বরং শারী'আহ্'র আলোকে জনগণের অধিকারসমূহ

নিশ্চিত করবে এবং জনগণের জীবন ও জীবিকা দুটোই রক্ষা করবে, যেমনটি খিলাফত রাষ্ট্রের প্রথম খলিফা জনগণের অভিভাবক হিসেবে তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেছিলেন,

"তোমাদের মধ্যে দুর্বলরা আমার নিকট শক্তিশালী বলে বিবেচিত হবে, যতক্ষণ না আমি তাদের কাছে তাদের ন্যায্য অধিকারকে ফিরিয়ে দেই, ইনশা'আল্লাহ্। আর তোমাদের মধ্যে শক্তিশালীরা আমার নিকট দুর্বল বলে বিবেচিত হবে, যতক্ষণ না আমি তাদের কাছ থেকে ন্যায্য অংশটুকু ফিরিয়ে নেই (যা অন্য কারও), ইনশা'আল্লাহ্"। [আল-বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ্ (৬/৩০৫,৩০৬)]।

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ